জরায়ু-ক্যান্সারে ভারতে আক্রান্ত বছরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার

ক্যান্সারের প্রতিষেধক জাতীয় কর্মসূচিতে চান নোবেলজয়ী

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে জরায়ুমুখ ক্যানসার। তাই এই ক্যানসারের প্রতিষেধক এই দেশে জাতীয় কর্মসূচির মধ্যে আনা উচিত সরকারের। বুধবার কলকাতায় এসে এমনই মন্তব্য করলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেলজয়ী অধ্যাপক হেরল্ড জুর হসেন। পাশাপাশি তিনি মনে করেন এইধরনের ক্যানসারের ক্ষেত্রে স্ক্রিনিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষেধকের পাশাপাশি এই স্ক্রিনিংটাকেও সরকারের জাতীয় কর্মসূচিতে আনা উচিত এবং প্রতিষেধকের দামও এই দেশে কমানো উচিত। এদিন ক্যানসার ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কলকাতায় আসেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেলজয়ী এবং জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিষেধকের আবিষ্কর্তা হেরল্ড জুর হসেন। তিনি এবং তাঁর গবেষণাকারী দল জরায়ুমুখ ক্যানসারের এই প্রতিষেধক আবিষ্কার করে। নোবেলজয়ী অধ্যাপক জানান, বর্তমানে তিনি গবেষণা করছেন অন্যান্য ক্যানসার কী কী ভাইরাস থেকে হতে পারে। ভারতের বাজারে বিগত এক বছর হল এইচপিভি ১৬- এইচপিভি১৮ এই প্রতিষেধক এসেছে। তিনটি ডোজে এই প্রতিষেধকের দাম ৯ হাজার টাকা। কিন্তু ভারতের মতো গরিব দেশে নিম্নবিত্তদের পক্ষে সম্ভব নয় এই প্রতিষেধক দেওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার এটাকে জাতীয় কর্মসূচির মধ্যে না নিয়ে আসছে।

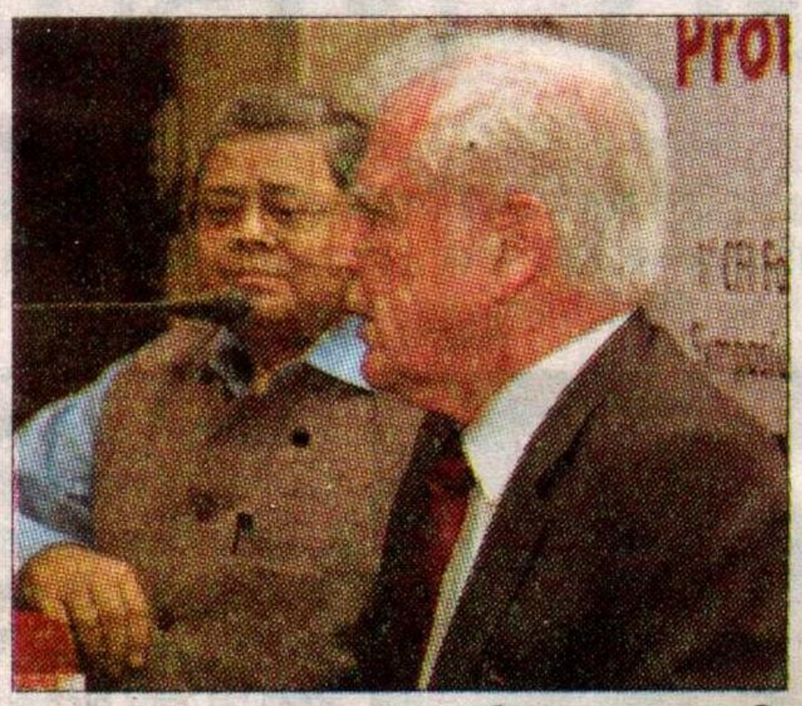

কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী হেরল্ড জুর হসেন।

ফলে এই ক্যানসার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সরকারের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রয়োজন। ভারতে এইধরনের ক্যানসার 'হাইরিস্ক'। বেশিরভাগ মহিলাই এই ক্যানসারে আক্রান্ত হন। এই ক্যানসারের সমীক্ষা বলছে পৃথিবীতে বছরে মৃত্যু হচ্ছে ২ লক্ষ ৬০ হাজারজনের। এর ৮০ শতাংশই ঘটছে অপেক্ষাকৃত কম অনুন্নত নিম্ন ও গরিব দেশগুলিতে। ভারতে বছরে ১লক্ষ ৩০ হাজার নতুন আক্রান্তর খবর মিলছে। মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে ৭০ হাজারের বেশি। আশঙ্কা, ব্রেস্ট ক্যানসারকে পিছনে ফেলে এই জরায়ুমুখ ক্যানসার তালিকার প্রথমে উঠে আসবে। কলকাতাও এইধরনের ক্যানসারে প্রথম সারিতে রয়েছে। ভারতে দুটি সংস্থা এইচপিভি ভ্যাকসিন বাজারে এনেছে। হেরল্ড জুর হসেনের বক্তব্য, বিভিন্ন দেশে এই প্রতিষেধকের দামও আলাদা। এখানে দুটি সংস্থা এটা তৈরি করছে। একাধিক সংস্থা করলে দামটাও কমবে। তিনি আরও বলেন, যৌনজীবন শুরুর আগে এই প্রতিষেধক নেওয়া যেতে পারে। যদিও এই দেশে ৯ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে এই প্রতিষেধক দেওয়া হয়। বর্তমানে ভারতে যে দুটি সংস্থা এই প্রতিষেধক বাজারে এনেছে তাদের মধ্যে এমএসডি সংস্থা দেশজুড়ে এই ক্যানসার প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করে চলেছে কয়েকটি বেসরকারি সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে।